R. N No. 1582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-অয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৪৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

১১শ বর্ষ ৫১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১২ সাল। ১১ই মে, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর পারের ১২টি ওয়ার্ডই এবার বোর্ড গঠনে শেষ কথা বলবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুর ভোটে কংগ্রেসের পালে হাওয়া তুলতে ১৬ মে প্রণব মুখার্জী আসছেন জেলায়। তাঁর স্বল্প অবস্থান জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুর এলাকা প্রচারে আলাদা মাত্রা পাবে বলে কংগ্রেসীদের ধারণা। অন্যদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের এখানে আসার কথা শোনা গেলেও জঙ্গিপুরের বর্ষীয়ান সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের কথায়, পুর ভোটের প্রচারে কোন বড় দরের নেতাকে আমরা আনছি না। তাই ২০টি ওয়ার্ডের সব চাপই আমাকে সামলাতে হচ্ছে। এখানে প্রণব মুখার্জী আসুক আর অধীর চৌধুরী আসুক ভোটের ৪/৫ দিন আগে প্রচারে এসে কিস্তি মাৎ করতে পারবে না। ভোটাররা অনেক আগে থেকেই মন তৈরী করে ফেলেছেন কাকে ভোট দেবেন। বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে মৃগাঙ্ক বলেন—আমরাই আসছি আবার। কংগ্রেস নিজেদের খেয়োখেয়িতে ৩-৪টির বেশী আসন পাবে না। জঙ্গিপুরের ১নং ওয়ার্ডে সি পি এমের মোজাহারুল ইসলামের সঙ্গে কংগ্রেসের আবদুস সামাদের লড়াই এক রকম হাড্ডাহাড্ডি। দুজনেরই প্রভাব প্রতিপত্তি সমান। পারিবারিক প্রভাবও ভোটে ছাপ ফেলবে। ২নং ওয়ার্ডে সি পি এমের মোজাহারুল ইসলামের সঙ্গে কংগ্রেসের বিদারুল ইসলামের লড়াই। গত পৌরসভায় এই ওয়ার্ড কংগ্রেসের দখলে থাকলেও বিগত লোকসভা নির্বাচনে সি পি এমের ফল এখানে ভাল ছিল। কংগ্রেসের বিদারুল ঐ ওয়ার্ডের সি পি এমের প্রাক্তন কাউন্সিলার যদরের ভাই। এছাড়া মোড়ল গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ জুড়ে প্রভাব আছে। বিদারুলের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। পাশাপাশি সি পি এমের মোজাহারুল ইসলাম লোক হিসাবে সজ্জন ও গরীব দরদী। ফলে তাঁর সম্ভাবনাকেও খাটো করে দেখা যাচ্ছে না। ৩নং সেবক বিবি সি পি এমের প্রার্থী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সাইদা বিবি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানের ১৯টি ওয়ার্ডের হালফিল চেহারায় বোর্ড গঠনে কংগ্রেসের সম্ভাবনা বেশী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় ১৯টি ওয়ার্ডে বাম ফ্রন্টের প্রার্থী ২০, কংগ্রেস ১৯ এবং সমাজবাদী পার্টির ১৯ জন প্রার্থী ছাড়া বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এখানে পুরবোর্ড কে গড়বে এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে কংগ্রেসের দাবি শেষ পর্যায়ে তারাই বোর্ড দখল করবে। অন্যদিকে সি পি এমের কাউন্সিলার বিরোধী নেতা প্রকাশ সিংহ বলেন—প্রণব মুখোপাধ্যায় দূরের কথা স্বয়ং সনিয়া গান্ধী এলেও কংগ্রেসের বোর্ড দখল স্বপ্নেই থেকে যাবে। এখানে বোর্ড গঠন বামফ্রন্টই করবে। কংগ্রেসের সামনে সমস্যা একটাই পাল্টা গোঁজ প্রার্থী। যেমন ৮নং ওয়ার্ডে সফর আলির নাতি কং ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক পারভেজ আলম (পুতুল) সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী রমজান মহলদার (দুঃখু) কে জেতাতে মরিয়া। দুঃখু আগে কংগ্রেস করতেন। ওই ওয়ার্ডেই তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেস ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সালাম। এছাড়া সেখানে কংগ্রেসেরই এক যুব নেতা সেলিম সেখ নির্দল প্রার্থী। ওই ওয়ার্ডে সফর অনুগামীদের সঙ্গে সি পি এম প্রার্থী তামিজুদ্দিনের কোন অনুগামীর ঝামেলা হচ্ছে না। ঝামেলা হচ্ছে সমাজবাদীর কর্মী বনাম কংগ্রেসের। (৩য় পৃঃ)

ভোট পরিচালনায় সফরের প্রধান সেনাপতি আনোয়ার ধরা পড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার কংগ্রেসী পুরপতি সফর আলির ভোট পরিচালনায় প্রধান সেনাপতি আনোয়ার মহালদারকে গত ৬ মে সামসেরগঞ্জ পুলিশ তার ধুলিয়ানের ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় গত মাসে সে বারাণসীর জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী ইস্তেফাক আলিকে আটক করে রেখে ১৪ লক্ষ টাকা মুক্তি পণ দাবী করে। বহু অনুসন্ধানের পর মালদার পার দেওনাপুর অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দৌলতপুর ক্যাম্পের বি এস এফ জওয়ানরা ঐ ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে। আনোয়ার ও তার সাকরেদদের এতদিন পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছিল। আনোয়ার সফর আলির বড়দার ছেলে। সে নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত। এর আগে জাল নোটের কারবারে ধরা পড়ে বহুদিন (শেষ পৃষ্ঠায়)

জীপ উল্টে এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ারের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি ২ পঞ্চায়েত সমিতির এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার হীরেন্দ্রনাথ দাস (ষষ্ঠী) এক পথ দুর্ঘটনায় গত ২ মে মারা যান। খবর, গত ২৯ এপ্রিল তিনি রঘুনাথগঞ্জ এস, বি, আই থেকে অফিস কর্মীদের বেতনের টাকা নিয়ে জীপে অরঙ্গাবাদ যাচ্ছিলেন। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে গদাইপুর ব্রীজ থেকে কিছুটা এগিয়ে জীপটি পালটি খেয়ে রাস্তার নীচে পড়ে যায়। হীরেনবাবু মাথায় প্রচন্ড আঘাত পান। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে সরাসরি কলকাতা এন, আর, এস-এ ভর্তি করা হয়। সেখানে সোমবার তিনি মারা যান। জীপটি একটি প্রাইভেট কারকে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে বলে গাড়ীর অন্য আরোহীরা জানান। ষষ্ঠী-বাবুর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ বিপন্ন জঙ্গিপুর ॥

ভাগীরথী নদীর পূর্বপারে অবস্থিত জঙ্গিপুর শহরের সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে জঙ্গিপুর কলেজ পর্যন্ত বিশাল এলাকায় দুই-তিন হাত ফাটলের সৃষ্টি হওয়ায় পুরবাসীগণ যথেষ্ট আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া সংবাদে জানা যায়। কিছু কিছু জায়গা ধস আকারে নামিয়া যাওয়ার ফলে নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন চরম দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন। দুশ্চিন্তাঃ কখন কী হয়। এই বৎসর খরা মরশুমে বৃষ্টি হয় নাই; ফলে ভাগীরথীর জলের স্তর খুবই নামিয়া গিয়াছে। আরও একটি দিক আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির জন্য ফরাক্কা হইতে জল বাংলাদেশকে দিতে হইতেছে। এইজন্য জলের স্তর নামিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ইহার ফলে যখন 'হা-জল'-অবস্থা, তখন বাংলাদেশ জলসমৃদ্ধ হইয়া 'ডগমগ' হইতেছে। স্থানীয় সেচ দপ্তর সূত্র হইতে জানা যায় যে, এ্যান্টিইরোশন দপ্তর বিষয়টি উপর মহলে জানাইয়াছে। আরও জানা যায় যে, বিভাগীয় আধিকারিকেরা বোধহয়, তদন্তে আসিতেছেন। রাজ্য সরকার অবহিত হইয়া বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিবেন, এই আশা সকলের। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইবার মত এখনও কিছু শোনা যায় নাই।

জঙ্গিপুর একটি অতি পুরাতন শহর। শহরটির ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রহিয়াছে। সুতরাং শহরটি যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহা দেখা সকলের একান্ত কর্তব্য। জঙ্গিপুর পুরসভার কর্তৃপক্ষ সনিষ্ঠভাবে তৎপর হইয়া উল্লেখিত ফাটল-সংক্রান্ত বিপন্নতা হইতে শহরকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা সকলের কাম্য। প্রয়োজনবোধে কেন, পুরসভাকে অবশ্যই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি জানাইতে হইবে। সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে কলেজ পর্যন্ত বিরাট অংশ ধসিয়া ভাগীরথী-কবলিত হইলে কী অবস্থা হইবে, ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দলমতানৈক্য দূর করিয়া বিপন্ন শহরটিকে বাঁচাইবার জন্য হাতে হাত দিয়া কাজ করিতে হইবে।

॥ জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ ॥

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে—

পঁচিশে বৈশাখ এই দিন। রবি প্রদক্ষিণ পথে প্রতি বছর তার আবর্ত্তন। কবি জীবনে ঘটেছে জন্মান্তর। আর এর মধ্য দিয়েই "আপনাকে পাওয়া বারে বারে নতুন করে।" তার সাথে অপর্যাপ্ত নতুন নতুন অনুভব ঘটেছে কবি জীবনে।

কবি এক সময় বলেছিলেন—'বিশ্ব মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায়, তেমনি প্রত্যেক মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে না জন্মালে বিশ্বের দেওয়া নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বার বার সীমা ভাঙার দ্বারা আপনার মধ্যে যে অসীম আছে তাকে পাই।' চির নতুনের ডাক নিয়ে আসে এই দিনটি মর্ত্যলোকে। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তাঁর অন্তর্লোকের মর্মবাণী।

কবি তাঁর সত্তর বছর বয়সের জন্মানুষ্ঠানের অভিভাষণে আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন: জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায় কালে আজ এই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে—সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র। .....আমি বিচিত্রের দূত....বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ···আমি চঞ্চলের লীলা সহচর··· যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ করে, শেষকালে মাটিতে বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিনটি পালিত হয়েছিল ১৩১৭ সালে কবি ভাগ্নী সরলা দেবীর উদ্যোগে। তারপর থেকে পারিবারিক সীমানা পেরিয়ে দেশে বিদেশে জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়। কবি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে একটি চিঠিতে লেখেন: এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না, ক্রমে কখন এক সময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা আমার জন্মান্তরের মত।'

তারপর ১৩১৭ সালে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে। উৎসব শুধু আশ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। সার্বজনীনতা লাভ করতে লাগল। স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র তার বিস্তৃতি ঘটল। কবির বয়স যখন ৭১ বৎসর তখন তিনি ছিলেন তেহরানে। সেখানে কবি তাঁর ভাষণে বলেন: আমি প্রথম জন্মেছি নিজের দেশে সেদিন কেবল আমার আত্মীয়রা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল, তারপর তোমরা (পারস্যবাসীরা) আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের—আমি দ্বিজ।

তাঁর শেষ জন্মদিনটি পালিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখে নয়, পহেলা বৈশাখে। বাংলা ১৩৪৮ সাল, কবির তখন বয়স ৮০ বৎসর। জীবনের প্রান্ত সীমানায় এসে কবি নববর্ষ আবাহনের সঙ্গে নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। কবি দৃষ্টিতে নববর্ষের প্রথম দিন সমগ্র মানব সমাজের জন্মদিন। আর বোধ হয় সেই কারণে নিজের জন্মদিনটিকে নববর্ষের উৎসবের সঙ্গে একাত্ম করতে আগ্রহী ছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত কবি তাঁর শেষ জন্মোৎসবের দিনে শোনালেন তাঁর শেষ বাণী: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহাপাপ। 'সভ্যতার সংকট' কবির মর্ত্যবাসীর প্রতি তাঁর শেষ মর্মস্পর্শী বাণী—যা আজো সমান প্রাসঙ্গিক।

অভ্যুদয়

—হরিলাল দাস

তাঁকে নিয়ে সময় কাটাতে পারিনে,
বড় ভারি লাগেন তিনি সুখের সময়।
দুখের সময় তিনি ঢেউ তোলেন
অন্তরে, অধ্যাত্ম দর্শনে।

সোনার মুকুট সংস্কৃতি পণ্যজীবী
যখন চর্চিত করেন সরকারি পদ
তখন তিনি ভরসা যোগান—
চির স্বাভিমান মানব সম্পদ।

কাজের সময় তিনি ভাল সহযোগী,
যত খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি
গুছিয়ে নিয়ে
এগিয়ে চলেন কাজে।

আর তাঁর গান—, গান বড় বাজে
—যে বুকটা আজও অচিন
সেই গহিন বুকের মাঝে
রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজে ॥

পুরসভা, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্মিলিতভাবে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই শহরটিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবেন, আমরা সেই আবেদন করিতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ থানায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে গত ১মে পুলিশ কমিউনিটি সেন্টারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচীকে সামনে রেখে প্রায় শতাধিক পুলিশ জওয়ান এই শিবিরে রক্তদান করেন পাশাপাশি অপরাধ দমনে আমজনতার সঙ্গে সাযুজ্য গড়ে তুলতে পুলিশকে এগিয়ে আসতে বলেন এস পি সঞ্জয় সিংহ তাঁর ভাষণে। অনুষ্ঠানে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধজনে দেহ আলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ এপ্রিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে কোলকাতার বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসালয় শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টারের চিকিৎসক দল ৫৬ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করে গেলেন। এর আগে ঐ সংস্থা বিনা পারিশ্রমিকে বেশ কিছু রোগীর ছানি অপারেশন করে।

১৯টি ওয়ার্ডের হালফিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

সি পি এমের দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে অনেক ওয়ার্ডে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে। সি পি এমের যুব সংগঠনের নেতা আশিস সরকারের অভিযোগ, তাদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে বা মতামত না নিয়ে নেতারা প্রার্থী মনোনীত করেন। কোথাও দলীয় প্রতীক না দিয়ে নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করছে। এর প্রতিবাদে তাই আজ আশিস সরকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হয়ে সি পি এম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বিজয় জৈনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৪নং ওয়ার্ডে রানিং কাউন্সিলার কংগ্রেস প্রার্থী কাউসার আলি। কংগ্রেসের ব্লক নেতা ওই ওয়ার্ডের বাসীন্দা সামশুল হক বলেন, যে করেই হোক নির্দল প্রার্থী বদরুল সেখকে জিতাবই। ১১নং ওয়ার্ডের ইয়াসিন আলি এবারও প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে সফর আলি নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন ডাঃ বদরুল হককে। ১২নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের নতুন প্রার্থী রুবেদা বিবি। তাঁর প্রতিপক্ষ রানিং কং কাউন্সিলার আফরিন বিবি এবার নির্দল প্রার্থী। ১৯নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের নতুন মুখ নির্মল জৈন। সেখানে কংগ্রেসের বর্তমান কাউন্সিলার সঞ্জয় জৈন এবার নির্দল প্রার্থী। কংগ্রেসের হাওয়া ভালো। কিন্তু প্রার্থীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রার্থীই সি পি এমের সাপে বর। বামফ্রন্টের শুধুমাত্র ১৭নং ওয়ার্ডে দু'জন প্রার্থী। একজন আর এস পির রানিং কাউন্সিলার অশোক সিনহা, আরেকজন ফরওয়ার্ড ব্লকের শিবশংকর সিংহ। এই ওয়ার্ডে আর এস পির পক্ষে 'ডামি' প্রার্থী কংগ্রেসের জীবন সরকার। বি জে পি ছটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়েছে। এর মধ্যে ১০, ৭, ১৯, ৬। মুখোমুখি লড়াই হলেও বি জে পির আসন পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমান চেহারায় বোর্ড জগাখিচুরি হয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের দিকে চলে যাবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রপল্লীতে ৫½ কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ করুন—

ফোন নং ০৩২৬-২৩০৬৬৯১

জায়গা বিক্রী

উমরপুর কচুর হাট পিচ রোড লাগোয়া কম বেশী ৫½ শতক এবং গোপালনগরে পিচ রাস্তা লাগোয়া ৭ শতক জায়গা বিক্রী হইবে।

রাজারাম মুন্দ্রা. ফোন : ২৬৪২২১

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

ক্রমিক সংখ্যা—১৪৪/বি, সি, ডব্লু তারিখ : ২০-০৪-২০০৫

মুর্শিদাবাদ জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত তপঃ জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ও তপঃ জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রীয় ছাত্রী নিবাস, বিমল সিনহা রোড, বহরমপুরে অবস্থিত ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসে ভর্তির জন্য তপঃ জাতি ও আদিবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের (পোষ্ট ম্যাট্রিক স্টেজ) নিকট হইতে ভর্তির জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হইতেছে ২০০৫—২০০৬ শিক্ষা বর্ষের জন্য। আবেদনকারীকে সাদা কাগজে লিখিত আবেদন পত্র এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে বর্ণিত তথ্যাদিসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এর জন্য ৩১-৭-২০০৫ এবং স্নাতক শ্রেণীর জন্য ৩১-৮-২০০৫ তারিখের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের ৩০৬ নং ঘরে রক্ষিত বাক্সে ফেলিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তপঃ জাতি ও আদিবাসীদের হোষ্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধা ও নিয়মকানুন প্রযোজ্য হইবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম পরে অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হইবে। ভুল অথবা সম্পূর্ণ পূরণ না থাকলে দরখাস্ত বাতিল হইবে।

স্বাক্ষর/-

প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

তপশীল জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রীয় ছাত্রী নিবাস ও ছাত্রাবাস ভর্তির জন্য আবেদনপত্র

প্রতি : প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

ছবি

মহাশয়, আমি একজন তপশিলী জাতি। আদিবাসী ছাত্র/ছাত্রী বহরমপুর কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস। ছাত্রী নিবাস পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক। এই মর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। সনাম :
২। পিতা/অভিভাবকের নাম :
৩। জন্ম তারিখ (প্রমাণ সহ) :
৪। বাসস্থানের ঠিকানা (ব্লকের নামসহ) :
৫। অধ্যয়নরত স্কুল/কলেজের নাম (ভর্তির প্রমাণপত্রসহ) :
৬। বর্তমান পাঠরত শ্রেণী :
৭। মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বর (প্রত্যয়িত মার্কশিট জেরকস্)
৮। কোন শ্রেণীতে ভর্তি হতে চান :
৯। বহরমপুর থেকে বাসস্থানের দূরত্ব (প্রমাণপত্র)
১০। জাতি ও উপজাতি শংসাপত্র :
১১। পরিবারের মাসিক আয় (প্রমাণপত্রসহ) (ডি, ডি, নিকট থেকে সরকারী কর্মচারী ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সভাপতি পঃ সঃ ; এম, এল, এ/এম, পি, জিলা পরিষদ মেম্বার চেয়ারম্যান, পৌরসভা)
১২। রেশন কার্ড জেরকস্ :
১৩। দুই কপি ছবি (এক কপি দরখাস্তে সাঁটাতে হবে অন্য কপি দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে। প্রত্যয়িত হওয়া চাই)
১৪। অভিভাবক/পিতা বা মাতা কর্তৃক আয় ঘোষণা :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর—

স্মারক নং ৩১০ (৪)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ, তাং ২-৫-২০০৫

আনোয়ার ধরা পড়লো (১ম পৃষ্ঠার পর)

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিল। বাংলাদেশের চোরা চালানের সে অন্যতম দাদা। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সফর আলি শুধুমাত্র আনোয়ারের ভরসায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এতদিন লড়ছিলেন।

জঙ্গিপুর পারের ১২টি ওয়ার্ডেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাইদা কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার আলিমের স্ত্রী। স্বাভাবিক-ভাবেই অল্প ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশী। ৪নং ওয়ার্ডে সি পি এমের রবিউল মন্ডল হাই মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী লুৎফুল হক্। রবিউল চাকুরী সূত্রে এখানকার বাসিন্দা। বাড়ী বর্ধমানে। ফলে কংগ্রেসের প্রচারে বাড়তি সুবিধা "সে বাইরের লোক।" এছাড়া মাদ্রাসার অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগে রবিউলের ভূমিকা নিষ্কলুষ না হওয়ায় স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ। এই সুযোগে লুৎফুল রবিউল বিরুদ্ধ প্রচারে অনেকটা এগিয়ে। ৫নং ওয়ার্ডে বাম-ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী আর, এস, পির সারফুল আলম খাঁ। তাঁর বিপক্ষে প্রার্থী কংগ্রেসের রমানাথ চক্রবর্তী। এছাড়া বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস হিসাবে এই ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছেন অনিরুদ্ধ কৃষ্ণনাথ ও নির্দল ভীষ্মদেব দাস। স্থানীয় লোকজনের ওপর প্রভাব ফেলে যদি ভোটের ন্যূনতম পরিমাণও নাথের দিকে যায় তবে ভোটের পারা কম বেশী হবে কংগ্রেস সি পি এমের বিপক্ষে। ৬নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী শেফালি বিবি। তাঁর প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের সাকিলা বিবি। শেফালির স্বামী প্রাক্তন কাউন্সিলর গাফফার সেখ (সর্দার)। উন্নয়নমূলক কাজ এ ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশী হচ্ছে গাফফারের হাত ধরে। পয়সার খেলাও চলছে। ৭নং ওয়ার্ডে সি পি এমের কাশীনাথ মন্ডলের সঙ্গে কংগ্রেসের উত্তম সরকার। পূর্বতন কাউন্সিলর বাসির সেখকে বাদ দিয়ে উত্তমকে প্রার্থী করায় বাসিরের গোষ্ঠী বিরোধিতা করছে উত্তমের সঙ্গে। উত্তম লোকবিহীন প্রচার করে যাচ্ছে একা একা। তাছাড়া এই ওয়ার্ডে জাতপাতের ধুয়ো তুলে প্রচারকে অন্য পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ৮নং এ কংগ্রেসের লুৎফল হক এবং সি পি এমের হুমায়ুন সেখ পরস্পর ভোট যোদ্ধা। ৮নং ওয়ার্ডটি ধনপতনগরে। এখানে চাঁই সম্প্রদায়ের এক কাট্টা কিছু ভোট আছে যা অনেকটাই ভোটে প্রভাব ফেলবে। এ গুটিকে ভরসা করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন তাঞ্জিল সেখ। পাশাপাশি এস ইউ সি আই এর প্রার্থী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। তিনি পেশায় আইনজীবী। এমনেই ধনপতনগরের বঞ্চনা দীর্ঘদিনের। বিদ্যুৎ পৌঁছানোর দাবীতে সোচ্চার হয়ে একবার ওখানে বিদ্যুতের খুঁটি বসে। একদিন আলো পেয়ে আবার সেই তিমিরাভব অবস্থা ছিল। তারপর রাস্তায় আলো এলেও ভোটারদের ঘরে 'লোকদীপ প্রকল্প' বিদ্যুৎ পৌঁছে দীর্ঘ সময় পর। ভোটে ৯নং এর সি পি এম প্রার্থী শাশ্বতী সাহার সঙ্গে বিরোধিতা করছেন কংগ্রেসের শান্তা সিংহ। শাশ্বতীর শ্বশুরকুল বনেদি কংগ্রেস সেই কারণে শাশ্বতী সি পি এমের প্রার্থী হওয়ায় জনমানসে আস্থার অভাব। ১০নং ওয়ার্ডটি ইস্তেখাবের ওয়ার্ড। এখানে ইস্তেখাব কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। প্রতীক হাত চিহ্ন পাননি। দল বদল করে ভিতরে ভিতরে সি পি এমে যোগদানের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কর্মী ও ব্যক্তিগত প্রভাবে ঐ ওয়ার্ডে তিনি একাই একশো। এখানে আর এস পির মোশাররফ হোসেন প্রার্থী। এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর রাজারাম মুন্দ্রা। বর্তমানে তিনি কংগ্রেসের লোক। তাঁর এখানে একটা পকেট ভোট আছে। তিনি ইস্তেখাবকে সমর্থন করলে এ ওয়ার্ডে কংগ্রেসই জয়ী হবে বলে এলাকাবাসীর অভিমত। (চলবে)

গ্রাম্য মহিলার হাতে যুবক হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের লিস্তা গ্রামের নন্দলাল মন্ডল ও তার স্ত্রী নমিতা ঐ গ্রামের মিঠুন মন্ডল (১৫) নামে এক যুবককে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ৯ মে দুপুর আড়াইটা নাগাদ। নমিতার চারিত্রিক ত্রুটি নিয়ে গ্রামে রটনা হয়। ভগীরথ মন্ডলের ছেলে মিঠুন নাকি এই রটনার হোতা। খুনের ঘটনার পর পরই ঐ দম্পতি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। পরদিন নমিতা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন বলে গ্রামসূত্রে খবর।

एनटीपीसी NTPC

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Station
NOTICE INVITING TENDER
(Domestic Competitive Bidding)

NIT No. : CS: OT NO.-02/05-06 Dated : 26-04-05

NTPC-Farakka invited sealed tenders from eligible bidders for following works :

Package No.	Name of work	Last date of receipt of request for issue of tender documents	Estimated cost Rs. in lacs. EMD Value in (Rs.)	BOD Completion Period
T-25:9918	Transportation of Stone from CHP to Locations inside/out-side the Plant at NTPC-Farakka	14. 05. 2005	36·22 72,440·00	04. 06 2005 12 Months

Qualifying requirement, provision on Purchase preference, if any, and other conditions are elaborated in detailed NIT. For detailed NIT, please visit at www.ntpctender.com or www.ntpc.co.in or www.ntpc.india com or may contact Sr. Manager (CS) on Fax No. : 03485-251 901/03512-226811/Ph. No. 03512-226801/03485-226891. The detailed NIT may also be available at www.all-tender com or www.tenderhome.com (Bidders are advised to regularly vistt NTPC's WEB sites for Tender Notices).

ADDRESS FOR COMMUNICATION : Sr. Manager (Contracts), National Thermal Power Corporation Ltd., Farakka Super Thermal Power Station, P.O. Nabarun, PIN. 742 236, West Bengal (INDIA)

মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রামের রুহুল সেখ তার প্রেমিকা কালিয়াডাঙ্গার আদি-বাসী মহিলা সুনীতা হাঁসদাকে নিয়ে মোটর সাইকেলে মোরগ্রামে এক হোটেলে যান। সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ী ফিরছিলেন। পথে জাতীয় সড়কের বেলে-পুকুরের কাছে এক চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে মোটর সাইকেলের সরাসরি ধাক্কায় দু'জনেই মারা যান।

তড়িদাহত হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ঠিকা কর্মী মনিগ্রামের মৃণালকান্তি মুখার্জী (২৭) গত ৫ মে তড়িদাহত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃণালের মরদেহ মনিগ্রামে নিয়ে গেলে সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।